শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো

058

তারিখ 24 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন

পরীক্ষার ফল প্রকাশঃ আত্মবিশ্বাস ও প্রত্যয়

আগামী সাতাশে জুলাই এসএসসি পরীক্ষার ফল বের হতে পারে। শিক্ষাবোর্ডগুলো একযোগে ফল প্রকাশ করবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

অবশ্য এর মধ্যে অনেকবারই গুজব রটে গিয়েছিল, "ফলাফল আজ বের হচ্ছে"। বিশেষ করে জুলাই মাসের বুধ-বৃহস্পতিবারগুলোতে এমন রটনা বেশি রটেছে। গেলো বৃহস্পতিবার তো "ফল বের হয়নি"—এই সংবাদটি-ই অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে সকলের কাছে। ভোর না হতেই বোর্ড প্রাঙ্গণ ভরে গেছে মানুষের ভিড়ে। খবরের কাগজ অফিসে মুহুর্মুহু টেলিফোন বেজেছে। স্কুলে স্কুলে প্রার্থী ও অভিভাবকদের মরিয়া হয়ে ছুটোছুটি করতে দেখা গেছে।

এমনটি আশ্চর্য নয়। ব্যতিক্রমও নয়। প্রতিবছরই এরকম হয়। এবারেও হচ্ছে। ফলাফল দেওয়ার সময় ঘনিয়ে এলেই পরীক্ষার্থী ও গার্জেনদের মধ্যে উৎকণ্ঠা বাড়তে থাকে।

এমন অধীরতা ললাট-লিখন হবে কেন পরীক্ষার্থীদের? দেখা যায়, আগে-ভাগে জানা রেজাল্ট ঘোষণার দিনে মাঠে মারা গেছে। চিরকুটে পাওয়া খবর উল্টো হয়েছে। এজন্য কাউকে দায়ী করে ফায়দা নেই। যার ওপর ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নির্ভরশীল, সেই ফলাফলের জন্য ব্যাকুলতা দেখা দেবেই। আবার বর্তমান পদ্ধতিতে পরীক্ষার পরবর্তী স্তরগুলোকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখার উপায়ও নেই। উত্তরপত্র যাঁরা মূল্যায়ন করেন, তাঁরা সর্বত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকেন, পরীক্ষণের নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট প্রধান পরীক্ষকদের নিবাস-ঠিকানার ছাপানো কাগজটি বোর্ডের বাইরে যাচ্ছে পরীক্ষকদের সঙ্গে। টেবুলেটর নিযুক্তিও খুব গোপনীয় থাকে না। শিক্ষকদের দায়িত্ব পেয়ে ডিউটি লিভ নিয়ে বোর্ডে অবস্থান করতে হয় বলে। মোট কথা সতর্ক হতে চাইলেও সন্তর্পণে কাজ করা সম্ভব হয় না সংশ্লিষ্টদের পক্ষে।

ফলাফল সম্পর্কে যত গোপনীয় ব্যবস্থাই নেয়া হোক, তেমন লাভ হয় না, কিছুটা হলেও জানা যাবেই। নীতিগতভাবে গোপন রাখার কথা হলেও উত্তরপত্র পেয়ে পরীক্ষকরা নীরব থাকতে পারেন কমই। কেন্দ্র, শিক্ষায়তন, রোল নং এসব বৃত্তান্ত হয়তো তারা চেপে রাখতে পারেন যদি তা চান। তবে কোন মাসে উত্তরপত্র বা নম্বরপত্রী কোন পর্যায়ে আছে—একটু লক্ষ্য রাখলেই তা বোঝা যেতে পারে। অর্থাৎ শুরু থেকে শেষের আগের স্তর পর্যন্ত সহজ অংকের মত গোলক ধাঁধাঁ কেবল শেষের শেষটুকু। এই কারণেই শেষের দিকেই সকলে ছুটোছুটি করে দিকবিদিক—ফলাফল শীট তো তৈরি, একটু জানলে ক্ষতি কি।

ক্ষতির মামলা এ নয়। সমস্ত ব্যাপারটি সুন্দর শৃংখলার। একদিকে সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনে সক্ষম হতে পারার শৃংখলা—অন্যদিকে নির্দিষ্ট সময়ের আগে এলোপাতাড়ি খবরাদি মুখে মুখে না ছড়ানোর শৃংখলা। দীর্ঘ তিন মাসের বেশি সময় ধরে টেনসন জিইয়ে রাখা সমর্থন যোগ্য হতে পারে না।

একটু অবাক লাগে ভাবতে। আগেও গৃহীত হয়েছে। ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা অথবা কৌতূহল আকাঙ্ক্ষা আগেও পরীক্ষার্থী বা অভিভাবকদের আন্দোলিত করেছে। কিন্তু একে অগ্রিম টেনে বের করার জন্য যে ব্যাকুলতা, তাই নতুন উপসর্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা এ জাতীয় কাজে যুক্ত থাকেন, তারা থাকেন অস্বস্তিকর অবস্থায়, সুস্থ মন মস্তিষ্কে কাজ করে সুষ্ঠুভাবে ফল প্রকাশনার জন্য এ অস্বস্তি প্রধান অন্তরায়।

আবার সকল অভিভাবক বা পরীক্ষার্থীই যে আগাম নম্বর বা ফল জানতে চান, তাও নয়। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষায় অনেকেরই অধীরতা নেই। কিন্তু কিছু সংখ্যকের অতি উৎসাহ সকলকেই জড়িয়ে ফেলে কর্মকান্ডে লিপ্ত না থেকেও সামিল হতে হয় সকলকে এক কাতারে। এজন্য বিব্রতবোধ করেন কেউ কেউ, বিড়ম্বিত হন অনেকেই কিন্তু পারিবেশ পরিস্থিতির কাছে তারা নিরুপায়।

এই অসহায় অবস্থা বিপন্ন করে তুলছে সকলকে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ফলাফল প্রকাশের স্বাভাবিকতাকে পরিহার করতে বাধ্য হন গোপনীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে, পরিকল্পনার অধিকাংশটাই ব্যয় হয় প্রাইভেসি বজায় রাখার নিত্যনব পদ্ধতি উদ্ভাবনে, আর তা কার্যকর করণে। এ ব্যয় সময় ও শ্রমের অপচয়। এক শ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উৎসাহী মানুষের তৎপরতায় এই অপচয় ও মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তাই আজকাল 'আমার কেউ এ বছর পরীক্ষার্থী' একথা উচ্চারণেও যেন অনেকে লজ্জা পান পাছে কেউ ভেবে বসে তিনি সুড়ঙ্গ পথে তৎপর হয়ে আছেন ফলাফল নিয়ন্ত্রণে বা অগ্রিম আবিষ্কারের আয়োজনে। এক ত্রিশংকু অবস্থা গ্রাস করছে সকলকে।

এর কারণ কি? শিক্ষাবোর্ড এবং তার দায়িত্ব প্রাপ্ত যাঁরা তারা সবাই আজকের দিনে খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছেন কি? তাহলে প্রশ্ন তুলতে হয়, আগে কি তারা দূর আকাশের তারা ছিলেন? উত্তর মনে হয় সত্যি জটিল। যাতায়াত পদ্ধতির উন্নতি, শিক্ষাবোর্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি, সর্বোপরি নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার মত নগরকেন্দ্রিক পরীক্ষার মানের আভিজাত্য-এসব মিলিয়ে মানুষ এখন অতিরিক্ত সচেতন। এ সচেতনতা যত না সন্তানকে মানুষ করার জন্য, তার চেয়ে ঢের বেশি 'বড় মানুষ' করার জন্য চমকপ্রদ ফলাফল আদায় করার জন্য। লক্ষ্যের ক্ষেত্রে এই যে 'বিপ্লব', তার প্রত্যক্ষ ফল পড়েছে মূল্যবোধে, মূল্যবোধের বিবর্তন ভেঙ্গে খান খান করেছে স্বাভাবিক সংযম ও দ্বিধাবোধকে।

জানা কথা, এ আদর্শ মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের। কিন্তু প্রতিযোগিতায় সততার পরাভব হচ্ছে—এমন তথ্য শুনে শুনে ক্রমে সকলেরই অবিচল থাকার দৃঢ়তা নড়বড়ে হতে চলেছে। নির্বিকার নিশ্চল থেকে সন্তানের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করাকে অনেকেই আহাম্মকি ভাবতে শুরু করেছেন। এসএসসির ফলাফল আহামরি না হলে অভিজাত প্রতিষ্ঠানে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পথ বন্ধ আর তার ফলে পরবর্তীতে ভরাডুবি ঘটতে বাধ্য। তাই এখন শুধু 'ভাল' নয়—বেশি ভাল ফলাফলই কাম্য।

'অসাধারণ' চিরকালই দীপ্যমান। তাই বলে 'সাধারণ' অবহেলার নয়। বিশ্লেষণে দেখা যাবে, ছাত্র জীবনে প্রথমে অতি ভালো করে শেষের দিকে মান্দা করেন অনেকে, আবার প্রথম দিকের সাধারণেরা চমকে দেন শেষের দিকে ফলাফলের গুণে। আরও দেখা যায়, অত্যুজ্জ্বল ছাত্র জীবনের অধিকারী জীবনের মধ্যগগনে অনুজ্জ্বল জীবন ধারী হন। সাদামাঠা মেধার ফলাফলের অনেকে কর্মজীবনে প্রশংসনীয় যশখ্যাতি পেয়ে যান। এই যে ব্যবধান তার কারণ এক ও অভিন্ন নয়। ব্যক্তিগত জীবনের সংকট, জীবনবোধের বিপর্যয়, পারিপার্শ্বিক আকস্মিকতা, এসব তো আছেই—এছাড়াও থাকতে পারে মন ও মেধার বিবর্তন বা পরিশীলন। মনোবিজ্ঞানে মানুষের মনমজ্জার বিবর্তন, পরিবর্তন, পরিশীলনের কিছু স্পষ্ট কারণের উল্লেখ থাকলেও সে কারণের বিশাল অংশের ব্যাখ্যা নেই।

অনিশ্চিত মন মেধার মানুষই আবার এক অত্যাশ্চর্য সত্তার অধিকারী। এ সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব বা অর্বাচীনত্ব 'পরীক্ষা' নামের মাপকাঠি দিয়ে নির্ণয় অসম্ভব। যদিও সামাজিক প্রথায় এবং প্রচলিত পরীক্ষার ধারায় তা-ই নিয়ম। এই নিয়মের যাঁতাকলে অনেকে অযোগ্য বলে চিহ্নিত হন—অনেকে গৌরবের তিলক লাভ করেন। এমনি করেই অদৃষ্টবাদী হয়ে পড়ছে মানুষ, প্রত্যয় ও বিশ্বাস তার কাছে মনে হয় ভ্রান্ত, অলীক।

এই বিভ্রান্তিই আজ সর্বস্তরে আমাদের দিকদর্শন। আমরা সময়ের আগে ফল চাই, প্রাণপণ প্রয়াসে আমগাছে জাম ধরাতে চাই। আমরা মানুষের প্রতিভার স্ফুরণের সুযোগ না দিয়ে তার অবস্থান ঠিক করে দিই—আর আর্থিক ও পারিবারিক গৌরবের কল্যাণে মেধাকে করায়ত্ত করার চেষ্টায় হন্যে হই।

আত্মবিশ্বাস নেই বলেই ধৈর্য নেই, সহিষ্ণুতা নেই। প্রত্যয়হীনতার কারণেই অধীরতা আমাদেরকে আক্রান্ত করছে আর এই মনমানসিকতার জন্যই আমরা ছুটছি গুজব বহনকারী কাকের পেছনে।

হোসনে আরা শাহেদ